62

দৈনিক জনকণ্ঠ

13 MAY 1994
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

দেশে বিভিন্ন বয়সের নিরক্ষরের সংখ্যা ৮ কোটি

স্টাফ রিপোর্টার, বগুড়া অফিস

দেশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বড়আকারের বিনিয়োগ সত্ত্বেও বিভিন্ন বয়সের নিরক্ষরের সংখ্যা প্রায় ৮ কোটি। আর দু' হাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা স্লোগানের আওতায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করার পরও ৬ বছর বয়সী শিশুদের শতকরা ৭০ ভাগ শিশু স্কুলে হলেও অধিকাংশই ঝরে পড়ে অল্প সময়ে। এক হিসাবে দেখা যায়, শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের বর্তমান যে বরাদ্দ আছে সেখানে এক শ' টাকার মধ্যে ৬৭ টাকাই খরচ হয় শিক্ষকদের বেতন বাবদ, সাড়ে সাত টাকা খরচ হয় স্কুলের আসবাবপত্র বাবদ, স্কুল মেরামতের পিছনে খরচ হয় দু'টাকা, ট্রেনিং ও ম্যানেজমেন্টের জন্য খরচ হয় পঞ্চাশ পয়সা, বই ও অন্যান্য খাতে খরচ হয় মাত্র ৩ টাকা।

সরকারের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করা হলেও এখনও দেশের প্রায় ৮০ লাখ শিশুর কাছে স্কুলের দরজা এক অচেনা গৃহই রয়ে গেছে। প্রতিটি প্রাথমিক স্কুলে স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি (এসএমসি) পেরেন্ট টিচার্স এসোসিয়েশনের (পিটিএ) তৎপরতা লক্ষ্যণীয়ভাবে কম। অনুসন্ধানে দেখা যায়, এসএমসি ও পিটিএ তৎপরতা না থাকায় স্কুলে ঝরে পড়ার হার যেমন বেড়েছে তেমনি মেয়ে শিশুদের সিংহভাগকেই প্রাথমিক স্কুলে আনা যায়নি। এ ক্ষেত্রে মেয়েদের শিক্ষার হার বাড়ছে খুবই শ্লথ গতিতে। প্রাথমিক শিক্ষার সুষ্ঠু বাস্তবায়নে স্কুলের দূরত্বও বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ওপর আছে শিক্ষক স্বল্পতা। বর্তমানে প্রতি ৬০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য আছে ১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। শ্রেণীকক্ষের স্বল্পতা, কাঁচা স্কুলগৃহ, মেয়ে শিশুদের টয়লেটের ব্যবস্থা না থাকাও প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দেশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার এ ধরনের অচলায়তনের মধ্যে / উপআনুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুলগুলো বিশেষ করে ব্র্যাকের স্কুলগুলো বেশ অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। এ স্কুলগুলোতে সিংহভাগ অর্থই ব্যয় হয় ছাত্রছাত্রীদের খাতা, বই, কলম ও পেনসিল ও তত্ত্বাবধান খাতে। এসব স্কুলে প্রতি ত্রিশ জন ছাত্রছাত্রীদের জন্য একজন শিক্ষক-শিক্ষিকা। আর সিলেবাসও প্রণীত হয় শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী। তাছাড়া স্কুলগৃহগুলোর ছাত্রছাত্রীদের বাড়ির দোরগোড়ায়। এ স্কুলগুলোতে দেশের প্রায় ৭ লাখ শিশু অধ্যয়ন করছে। কিন্তু এ স্কুলগুলোকে ঘিরেও সম্প্রতি এক নতুন জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। বগুড়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে একশ্রেণীর ফতোয়াবাজ মাওলানাদের বিভ্রান্তিকর ও মনগড়া ফতোয়ার কারণে স্কুলের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা কমতে শুরু করেছে। এ অবস্থা উত্তরণে কর্মীদের বেগ পেতে হচ্ছে প্রচুর।

অন্য আরেক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, একজন শিশুকে শিক্ষিত করে তুলতে বছরে যেখানে অন্তত দু'হাজার ঘন্টা সময় দেয়া উচিত সেখানে বাংলাদেশের শিশুরা সময় পাচ্ছে মাত্র আড়াই শ' ঘন্টা।